চর মজিদের জনগণ জন্মনিবন্ধন থেকে বঞ্চিত

নোয়াখালীর চর মজিদ গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ জন্মনিবন্ধন সম্পর্কে কিছুই জানে না। শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, ইউনিয়ন পরিষদের জোরালো ভুমিকা না থাকা, সরকারি ও বেসরকারি পদক্ষেপের অভাবে এখানকার জনগণ জন্মনিবন্ধনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে জনসাধারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা হয়রানির শিকার হ"ছে। বিভিন্ন সংস্থা জন্মনিবন্ধন বিষয়ক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সাধারন মানুষ সচেতন হবে।

গ্রামের দক্ষিণপুর্বাংশে বেড়িবাঁধের উপরে বাস করে প্রায় ৫০টি পরিবার। বেড়িবাঁধে বসবাসরত এসব পরিবারের প্রায় দুই শত শিশু যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে বেড়ে উঠেছে অত্যন্ত ঝুঁকিপুর্ণ পরিবেশে। এসব শিশুর কোনো জন্মনিবন্ধন না থাকায় তারা বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, অপ্রাপ্ত বয়সে ভোটারসহ নানা সমাজবিরোধি কাজের সাথে জড়িত হয়ে পড়ছে। বেড়িবাঁধের শিশু, তাদের অভিবাবক ও স্থানীয় লোকজনের দেওয়া তথ্যমতে, কোনো শিশুর জন্মের ৮ দিনের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে জন্মনিবন্ধন করাতে হয়, এ-কথাই তারা জানেন না। এসব অসচেতন অভিভাবক মনে করেন, জন্মনিবন্ধন বড় লোকের জন্য। কারণ তারা এখনো জানেন না, কেন জন্মনিবন্ধন করাতে হবে আর এর প্রয়োজনই বা কী? অবহেলা, অজ্ঞতার কারণে এসব শিশু বঞ্চিত হ"ছ জন্মনিবন্ধন থেকে।

এখানে নিজেরা করি, আশা, সাগরিকা ও ব্র্যাকসহ নানা বেসরকারি সংস্থা উন্নয়নমুলক কাজ করে আসছে। এসব সংস্থা এখনো জন্মনিবন্ধন নিয়ে কোনো কার্যক্রম হাতে নেয়নি বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

জন্মনিবন্ধন বঞ্চিত শিশুর অভিবাবক নুর আহম্মদ (৪৫) এই প্রতিবেদককে জানান, এই বছর (২০০৭) বা"চাকে স্কুলে ভর্তি করাতে গিয়ে জানলাম, বয়স প্রমাণের জন্য জন্মনিবন্ধন কার্ড করতে হয় আর এ কার্ড ছাড়া স্কুলে বা"চা ভর্তি করানো হয় না। স্কুলশিক্ষিকা বললেন, আগে ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে জন্মনিবন্ধন করাতে হবে, তারপর স্কুলে ভর্তি করানো হবে। স্কুলশিক্ষিকা আরো জানান, এ বছর থেকে স্কুলে ভর্তি হতে হলে অবশ্যই জন্মনিবন্ধন কার্ড লাগবে।

জন্মনিবন্ধনের গুর"ত্ব সম্পর্কে কথা বললে বেড়িবাঁধের কবির সরদার (৪০) ও রহিমা খাতুন (৩০) বলেন, আমরা এতদিন আসলে জানতাম না যে, জন্মনিবন্ধনের এত গুর"ত্ব।

রিকশা শ্রমিক বাবুল (২২) জানান, তিনি দিনে ৫০/৬০ টাকা আয় করেন, অথচ তার সংসারে প্রতিদিন খরচের জন্যে প্রয়োজন ৮০/৯০ টাকা। এ অবস্থায় তার পক্ষে সম্ভব না আরো ২০ টাকা খরচ করে শিশুর জন্মনিবন্ধন করা। তার মতে, ইউনিয়ন পরিষদ যদি এ দায়িত্ব গ্রহণ করত তাহলে জন্মনিবন্ধন করা নিশ্চিত হতো আবার জনগণের এত ঝামেলায়ও পড়তে হতো না।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন অ্যাক্ট ১৮৭৩ সালে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন বলে জন্মের ৮ দিনের মধ্যেই শিশুর জন্মনিবন্ধন করা বাধ্যতামুলক। জন্মনিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ৫ নং বিনোদপুর ইউপি সচিব সঞ্জিত রঞ্জন কর্মকার জানান, নাগরিকত্বের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে, শিশু অধিকার সংরক্ষণের আইনগত সহায়তা পেতে, স্কুলে ভর্তি হতে, পাসপোর্ট পেতে, ভোটার তালিকায় ভুক্তিতে, স্বাস্থ্যসেবা, বিবহ নিবন্ধীকরণে, সম্পত্তি হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার নিশ্চিত করতে, সরকারি বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, আমদানি রপ্তানি লাইসেন্স প্রদান, গ্যাস, পানি, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ সংযোগসহ যাবতীয় নাগরিকসুবিধা পেতে সহায়তা করে।

তিনি আরো জানান, আগে জন্মনিবন্ধন সম্পর্কে জনগণ সচেতন ছিল না, তখন ইউনিয়ন পরিষদ থেকে গ্রাম্য পুলিশের সহায়তায় জন্মনিবন্ধন করা হতো। সে ক্ষেত্রে ইউনিয়নে ২০০১ সালে পাইলট কর্মসুচির মাধ্যমে ১৯৯৬ সাল থেকে ০-৬ বছরের সকল শিশু জন্মনিবন্ধন করা হয়। এ পর্যায়ে ২০০৬ সাল থেকে জন্মনিবন্ধনের জন্য সরকারি পর্যায়ে নানা তৎপরতা লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে, স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে জন্মনিবন্ধন সনদ বাধ্যতামুলক করা হয়। তাই স্কুলগুলোতে জন্মনিবন্ধন

সনদ বাধ্যতামুলক হওয়ায় ২০০৬ ও ২০০৭ সালের শুর"তে এর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

জন্মনিবন্ধন সম্পর্কে বাঁশখালী স্লুইচ গেইট জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা জামাল উদ্দিন (৩২) বলেন, জন্মনিবন্ধন সম্পর্কে আগে জানতাম না। গত বছর উপজেলা পরিষদে এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে এর গুর"ত্ব বুঝতে পেরেছি।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ৭ অনু"ছেদে বলা হয়েছে, জন্মের সাথে সাথে শিশুর জন্মনিবন্ধন করতে হবে। জন্মের পর শিশুটির নাম ও নাগরিকত্ব লাভ এবং যতদুর সম্ভব শিশুর পিতা মাতার পরিচয় জানার এবং তাদের কাছে প্রতিপালিত হবার অধিকার থাকবে, তা সত্ত্বেও চর মজিদ গ্রামের ইমাম বলেন, এখানে শতকরা ৯৭ ভাগ মানুষ জন্মনিবন্ধনে গুর"ত্ব জানে না। কারা এ কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত এ সম্পর্কে ৫ নং বিনোদপুর ইউপি চেয়ারম্যান সলিম উল্লা বাহার হিরণ বলেন, জন্মনিবন্ধন কর্মসুচির আওতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং স্বে"ছাসেবীদের সহায়তায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিয়মিত টিকাদান কর্মসুচির আওতায় টিকাকর্মীর মাধ্যমে জন্মনিবন্ধন করা হবে।

মেরিনা বেগম (৩০) নিজেরা করির আঞ্চলিক কমিটির সদস্য। তার ৪ ছেলে ১ মেয়ে কারোরই জন্মনিবন্ধন করা হয়নি। এ সম্পর্কে তিনি তেমন কিছু জানেন না। কেউ কোন দিন জানাতেও আসেনি। তবে নিজেরা করির একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকালে জন্মনিবন্ধনের কথা শুনেছেন। চর মজিদ গ্রামে আরো অনেক বেসরকারি সংস্থা কাজ করে। তবে এনজিওগুলো শুধু তাদের লাভের জন্য কাজ করে যা"ছ কিন্তু জন্মনিবন্ধনের মতো এমন অনেক গুর"ত্বপুর্ণ বিষয় সম্পর্কে তাদের জানানো উচিত ছিল। তিনি আরো বলেন, আমাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ সকল বিষয়ে নিশ্চিত করতে হলে সকলের জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে। যারা জানে না তাদের জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে সরকারি বেসরকারি সংস্থাসহ সকলের।

সবার জন্য জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করতে স্থানীয় লোকজন, শিক্ষক, ইমাম, ইউপি সদস্য ও সচিবসহ সকলে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো উল্লেখ করেছেন।

- জন্মনিবন্ধনের গুর"ত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।
- স্কুল পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের এ সম্পর্কে জানানো।
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে জন্মনিবন্ধন নিয়ে আলোচনা করা।
- বিভিন্ন সভাসেমিনার আয়োজন করা।
- টিকাদান কেন্দ্রে আসা শিশুর পিতা, মাতা ও অভিভাবকদের জন্ম নিবন্ধন সম্পর্কে সচেতন করা।
- ইউনিয়ন পরিষদে তাদের বিভিন্ন বৈঠককে এর গুর"ত্ব আলোচনা করা।
- এ ব্যাপারে প্রশাসনের জোরালো ভুমিকা গ্রহণ করা।
- শিশুদের জন্মনিবন্ধন সনদ না থাকলে স্কুলে ভর্তি না নেওয়া।
- এনজিওগুলোকে তাদের কাজের সাথে জন্মনিবন্ধন কাজ সম্পৃক্ত করে জনগণকে সচেতন করা।
- বিভিন্ন প্রচারাভিযান করা।
- এ ব্যাপারে ওয়ার্ডভিত্তিক পাইলট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
- সর্বোপরি জন্মনিবন্ধন-সম্পর্কিত আইনের বাস্তবায়ন করা।

উপরোক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, জন্মনিবন্ধনের মতো সরকারের এ কার্যক্রমটি তখনই সার্থক হবে যখন সমাজের সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। ফলে জন্মনিবন্ধন না করার কারণে যে সমস্ত অপরাধ বা অন্যায় কাজগুলো হ"ছ তার অবসান হবে এবং অবহেলিত নারী, পুর"ষ ও শিশুসহ সকলে বয়স প্রমাণের মাধ্যমে তাদের নাগরিক অধিকারগুলো রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

রিপোর্টটি তৈরী করেছেন : আরজু, মর্জিনা, হান্নান ও নাসির